দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা

দেশের শতকরা ৩৭ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার নাই। অথচ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় সব স্কুলেই বিজ্ঞান বিভাগ চালু রহিয়াছে। শহরের স্কুলসমূহে কাজ চালাইয়া নিবার মতো ল্যাবরেটরি থাকিলেও গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষা পরিস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক নহে। মাধ্যমিক স্কুলের তুলনায় কলেজসমূহের পরিস্থিতি অবশ্য কিছুটা ভালো। শতকরা ৮১ ভাগ কলেজে বিজ্ঞানাগার রহিয়াছে। এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো—ব্যানবেইস। যেইসব স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞানাগার আছে, সেখানেও ইহার সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা, সেও এক জরুরি প্রশ্ন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলেন, বিজ্ঞানাগার থাকিলেও বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নাই। তদুপরি অভাব রহিয়াছে ছেলেমেয়েদের হাতে-কলমে শিখাইবার মতো দক্ষ শিক্ষকেরও। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্র্যাকটিক্যালটাকে অনেক ক্ষেত্রে নম্বর তুলিবার সহজ উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে শতকরা ২৫ নম্বর নির্ধারিত রহিয়াছে প্র্যাকটিক্যালের জন্য। এই নম্বরের পুরাটাই পরীক্ষার্থী পাইতে পারেন হাতে-কলমে কিছু না শিখিয়াও। প্র্যাকটিক্যাল খাতায় ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করিয়া নির্দিষ্ট কিছু চিত্র অঙ্কন করিয়া অথবা অন্য কাউকে দিয়া করাইয়া নিয়া গৎবাঁধা বর্ণনা লিখিয়া দিলেই হইল। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষক থাকিলেও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত নম্বর পাইতে অসুবিধা হয় না। ইহাতে পরীক্ষার্থীগণের মোট প্রাপ্ত নম্বর স্ফীত হয়, রেজাল্ট ভালো হয়, অভিভাবকগণ খুশি হন। তবে আমরা এই কথা বলি না যে, বিজ্ঞানের সকল শিক্ষার্থীই এইরূপে ভালো রেজাল্ট করিয়া থাকেন। অনস্বীকার্য যে শেষ বিচারে মেধাবীরাই ভালো ফল করিয়া থাকেন।

আমাদের বলিবার কথা এই যে, হাতে-কলমে শিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি পূরণ হইবার নহে। ভবিষ্যতে ডাক্তার, স্থপতি, প্রকৌশলী কিংবা বড় বিজ্ঞানী হইবার জন্যই নহে কেবল, দক্ষ কর্মী হইয়া উঠিবার জন্যও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যকীয়। কারিগরি শিক্ষার উপর হালফিল সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে সময়ের প্রয়োজনেই। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায়োগিক বিজ্ঞান শিক্ষায় জোর দেওয়া কর্তব্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ভিত মজবুত হইলে ভবিষ্যতে তাহারা যে বিষয়ই বাছিয়া নেন না কেন, ভালো করিবেন, সহজ ও প্রসারিত হইবে তাহাদের দক্ষতা অর্জনের পথ। কাজেই প্রতিটি স্কুলের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উচিত বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংস্থান করা। এই ব্যাপারে তাহাদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে সর্বাগ্রে।